দ্বিতীয় বিয়ের পর

মোহাম্মদ হোসেন

একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

দ্বিতীয় বিয়ের পর
মোহাম্মদ হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অধ্যয়ন : ১২৪

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আরিফুল হাসান

বর্ণ বিন্যাস
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ২০০.০০

Ditiyo Biyer Por
By : Mohammad Hossain
First Published : February 2023 by Tasnova Adiba Shanjute
Addhayan Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00 $6

ISBN : 978-984-97259-6-1

উৎসর্গ

আশরাফ আহমদ

সিনেমায় বড় ভাইরা যেরকম থাকে, চুপচাপ, কথা বলে কম, হাসে মেপে মেপে, দায়িত্ব কাঁধে নেয়, নিজের ওজনের চেয়ে বেশি, তিনি অনেকটা সেরকমই । আমাদের বড় ভাই। আমাদের দেশের একজন শক্তিমান কবি।

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

বউটিফুল (অধ্যয়ন)
মায়ের গোপন ডায়রি (অধ্যয়ন)
যেখানে এসে ট্রেন থামে (অধ্যয়ন)
রোদেলা (অনন্যা)
পরবাস (অনন্যা)
লোকটির চোখে কুয়াশা ছিল (অন্যপ্রকাশ)
রিজিয়া উদ্দিনের বসত (চৈতন্য)
মিতার সাথে একরাত (সন্দেশ)
অতঃপর প্রভু বললেন (অনুপম প্রকাশনী)
লাঙ্গল টু লন্ডন (আত্মজা, কোলকাতা, ভারত)

গল্প

জোছনার কয়েদিরা (সন্দেশ)
ছিঁড়ে যাওয়া বাখরপাতার গল্প (অনন্যা)
নগ্ন (দেশ প্রকাশন)

ছড়া

মা (মাটিয়া)

ফেইসবুক মেসেঞ্জারে কেউ একজন নক করলেন। হঠাৎ করেই। একজন নারী। তাকে আমি ঠিক চিনি না। আমার ফেইসবুক ফ্রেন্ড। তিনি লিখেছেন– আপনার সাথে কথা বলতে পারি?

পারেন। কিন্তু এখন কথা বলতে চাচ্ছি না। ফোনে।

লিখব?

লিখেন।

তারপর তিনি লিখলেন–আপনাকে আমি আমার গল্প শুনাতে চাই।

আমাকে! কেন!

আপনি আমার প্রিয় লেখক। আমি চাই, আপনি আমার গল্প লিখেন।

আমি বললাম–আপনার ব্যক্তিগত গল্প, অচেনা কাউকে বলাটা কি ঠিক হবে?

ওরে আল্লাহ, যার জন্য চুরি করি, সেই কয় চোর!

বুঝলাম না। আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

বুঝলেন না! আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাচ্ছি। সহজেই একটা গল্পের প্লট পেয়ে যাচ্ছেন। এটা প্রকাশ পেলে ফাটাফাটি বিক্রি হবে, বেস্টসেলারও হতে পারে। তখন তো নিজের পকেটই ভারী করবেন, তখন ভাগ কি আর আমাকে দেবেন?

আমার হাসি পেল। আমি হাসলাম। সেই হাসির শব্দ তার কাছে পৌঁছাল না। আমি লিখলাম- আপনার গল্প অবশ্যই আমি শুনব। কিন্তু তা প্রকাশ পেলে আপনার অসুবিধা হবে না?

আরে ভাই, আপনি তো আর লিখবেন না, এটা নওরিনের কাহিনি, একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখবেন আর কী। নামগুলো বদলিয়ে। যাতে লোকজন টের না পায়।

আমি বললাম– ঠিক আছে বলেন। তবে গল্প আমি লিখব কী লিখব না, সে সিদ্ধান্ত পরে।

তিনি বললেন– ওকে। এখনই শুরু করব?

করতে পারেন।

তিনি শুরু করলেন। গল্পের কথক নওরিন। বয়স ২৮। খুব সুন্দরী। যদিও তার সাথে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটেনি কিন্তু ফেইসবুকে দেওয়া তার ছবি দেখে এটা আমি বুঝতে পারি। আজ আপনাদের সেই নওরিনের গল্পই বলবো।

নওরিন লিখেছেন– আজ আমার বাসর রাত। দ্বিতীয় বাসর। এর আগেও আমার একটি বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ে কেন ভেঙে গেল, সেটি আমার নিজের কাছেই বিস্ময়। সেই গল্পে পরে আসবো। এখন বাসরের গল্পই বলি। আমার সামনে বসে আছেন আমার দ্বিতীয় স্বামী। তিনিও আগে একটি বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে আপনি যতটিই করেন, বাসর তো বাসর-ই। কিন্তু আজকের বাসর রাত অন্যরকম। আকাশে চাঁদ নেই । খুব অন্ধকার। চারদিক। বাতাস বইছে থেমে থেমে। পাখিরা স্থবির। কোথাও কোনো কোলাহল নেই। বাসর রাত ঘিরে মানুষের কত স্বপ্ন থাকে। ঘরটা থাকে ফুলময়। সুভাসিত। হাসিহাসি। কিন্তু এ এক অন্যরকম বাসর রাত। কেবলই মনে পড়ছিল প্রথম স্বামীর কথা। তার রাত। রাতের কাব্য। কী অদ্ভুত কাব্য জানতো লোকটি। জীবনানন্দ ফেল মেরে বসে থাকেন। তার কাছে। সে রাতে পূর্ণিমা ছিল কী না মনে নেই। তবে বাড়ি ভর্তি মানুষ ছিল। কোলাহল ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বস্ততার একটি হাত ছিল। খুব মায়া মায়া। আর তার চোখ! আহ! এতো কোন চোখ না। যেন সমুদ্রের অতলে ডুবে থাকা মাছ। নড়ে তো, নড়ে না। অদ্ভুত তাকায়। চোখ তুলে। তিনি নড়লেন। তার হাত বালিশের নিচ থেকে কী যেন একটা বের করলো। কী এটা!

ছোটো একটা উপহার।

আমি বাক্সটা খুললাম। আশ্চর্য, একটা পুরানো জুতা। তার মধ্যে একটি ছোটো চারাগাছ।

আমার মুখ দিয়ে কথা আসে না। কী বলবো আমি। বাসর রাতে কেউ কাউকে জুতা দেয়! তাও পুরানো একটা জুতা। জুতার মধ্যে গাছ লাগানো।

সে বললো- আমার বাবা কৃষক ছিলেন। ভালোবাসতেন ফসল, বৃক্ষ, গবাদি পশু। আমি তার ভালোবাসাটাই তোমাকে দিলাম।

আমার মুখ দিয়ে তখনো কথা আসে না। কী বলবো আমি! তার দিকে অপলক চেয়ে থাকি।

সে তখন বললো- তোমার মন কি খারাপ হলো?

না।

দেখো আমি তোমাকে একটা ডায়মন্ড দিতে পারতাম কিন্তু দিলাম না। কেন দিলাম না জানো?

কেন?

তিনি স্থির হয়ে আমার দিকে তাকালেন, যেন পূর্ণিমা জাগল চারদিকে। তিনি বললেন- আমি জাপানি একটা গল্প পড়েছিলাম। সম্ভবত কাওয়াবাতার। এক সুখী দম্পতি ছিল। হঠাৎ স্বামী অসুস্থ হয়ে যায়। বিছানাবন্দি। তারপর তার স্ত্রী স্বামীকে আনন্দ দেয়ার জন্য কত যে উঠেপড়ে লাগে। কবিরাজের কাছে যায় এবং একসময় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যে প্রচেষ্টা তাকে টিকিয়ে রাখে, তা হলো- প্রকৃতি। সে জন্যই তোমাকে গাছ দিলাম। গাছ মানুষের বন্ধু। তুমিও।

আমি একটু হেসে বললাম- ঠিক আছে। ডায়মন্ড পরেই দিও। গাছটি মরে যাবার পর।

ছি, এসব কী ভাবছি আমি! এক স্বামীর সামনে আরেক স্বামীর কথা! লোকটা কত স্বপ্ন নিয়ে আমার সামনে বসে আছে। আসলেই কী সে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা? নাকি সেও আমার মতো? খুঁড়েখুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? এখন কি তার চোখেও ভেসে উঠছে সুন্দর একটি মুখ? মুখের চাহনি। ঘোমটা দেওয়া। কীভাবে হাত ধরে ছিলেন, চিবুক, চুলের মায়া মায়া গন্ধ, এই সব?

আমি নড়েচড়ে বসি। একদম ঠিক না। একদম সরল চাহনি থাকতে হবে। চোখের ভাষা। ঠোঁটের ধ্রুপদি। মনের বিশ্বাস। আমি

সুন্দর করে হাসার চেষ্টা করি। হাসি হয় কি না, ঠিক বুঝতে পারি না। বারবার চেষ্টা করি কিন্তু হাসিগুলো যেন ঠোঁটের কোণেই আটকে থাকে, বিস্তৃত হয় না। সুভাসও ছড়ায় না। তবুও চেষ্টা করি। একবার, দুবার, অনেকবার। সম্ভবত আমি পরাজিত হই। অলক্ষ্যে। মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ ভেজা। ডাকে- মা। শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। বেদনা জমা হয় ক্রোধের ব্যাংকে। ক্রোধ নিজের উপর। সমাজ ও দারিদ্র্যতায় ভর করে আসে। আমি এখন কী করবো! পালাবো? কোথায়?

উত্তর খুঁজি না। লোকটিকে খোঁজার চেষ্টা করি। লোকটি আরও নিকটে আসে। হাত ধরে। আর আমার মনে হয়- এটা আমার মেয়ের হাত। নরম। খুব নরম। আহ্লাদি। সে কি কাঁদছে? মুখটা ভেসে ওঠে। বিষণ্ন মুখ। অসহায়। খুব। ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে আছে মুগ্ধ। আমার মেয়ে। বয়স আট বছর সাত মাস। এই বয়সি একটি মেয়ে কী বুঝতে পারবে, তার মা স্বার্থপর নয়। সে যা করেছে, তা জীবনের প্রয়োজনেই। দুজনের জন্য-ই। গোলাপি ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে আছে মুগ্ধ। বিষণ্ন তার চোখ। আমার খুব কান্না পায়। মেয়ের জন্য। বাপের কাছে আছে। কিন্তু বাপ তো আর মা না। মুগ্ধ কী জানে, আজ তার মা'র বিয়ে। মুগ্ধর সাথে দেখা হয় না অনেক দিন। মুগ্ধর বাবা দেখা করতে দেয় না। আইনি লড়াই করা যায়, কিন্তু টাকা পাবো কোথায়? গরিব বাবার উপর নিজেই সওয়ারি। এখন?

লোকটা আমার ঘোমটা খুলে। আমার দ্বিতীয় স্বামী। এক চিলতে হাসে। তার হাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার বিষণ্ন মেয়ে। আমার নতুন স্বামী খুব বিনয়ী। ধীরস্থির। তিনি বললেন - তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?

না।

আমি জানি খারাপ লাগছে।

একটু।

একটু না, অনেক।

তারপর তিনি একটু দম নেন। তারপর খুব নরম করে বলেন, আমি জানি কেন তোমার খারাপ লাগছে।

কেন?

তোমার মেয়ের জন্য।

কীভাবে বুঝেলন?

আমিও সন্তানের পিতা। তারপর কিছুক্ষণ নিরবতা। তিনি আমার মুখ দেখেন। চোখ দেখেন। আর আমি ভাবি আমার মেয়ের কথা। কিছুতেই সে যায় না। সরাতে পারি না। স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে শাস্তি দেয়। আমি এক অনিশ্চিত গন্তব্যে দাঁড়িয়ে থাকি। আর মনেমনে বলি– হে খোদা, আমার স্বামীটি যেন খুব দয়ালু হয়। আমার সন্তানকে যাতে কাছে পাই, সে যেন সেই ব্যবস্থাই করে। আদরে রাখে। আর কিছু না।

আমার স্বামী আমাকে স্পর্শ করলেন। দ্বিতীয় স্বামী। সেই স্পর্শ আমাকে তেমন জাগালো না। যেমনটি জাগিয়েছিল আমার প্রথম স্বামী। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। রাত আরও গভীর হয়ে এলো। আর থেমে যেতে শুরু করলো ঘাসের স্পন্দন। ফুল ফুটল না। পাখিও ঘুমে। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য, তিনি কাঁদছেন।

কী হলো আপনার!

তিনি চোখ মুছলেন– না, কিছু না।

তা হলে কি তার ভেতর অতীত জেগে উঠেছে– তার পুরনো স্ত্রী। স্ত্রী কি পুরাতন হয়? স্ত্রী কি থালা-বাসন, ঘরের পর্দার মতোই। বদলাতে হয়, দাগ ছুটাতে হয়! ছি:, আমি এসব কী ভাবছি। আজ তো বাসর। স্বপ্ন নির্মাণের রাত। আকাঙ্ক্ষার রাত। উথাল ঢেউয়ের রাত। আমি আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে স্বামীর ভেজা চোখ মুছি। তিনি আমাকে বললেন– তোমাকে একটা অনুরোধ করবো, রাখবে?

বলেন।

তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন– প্লিজ, আমার বাচ্চাগুলোকে কষ্ট দিও না।

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। চোখ অসহায়। আমি বললাম- অবশ্যই না। অতঃপর ভাবলাম– লোকটা কি স্বার্থপর? কই, আমার মেয়ে নিয়ে তো কোনো কথা বললো না। আমি বললাম- একই অনুরোধ তো আমারও।

তিনি তার ডান হাত আমার কাঁধে রাখলেন। আমাকে একটু টেনে নিয়ে বললেন– তোমাকে একটা গল্প বলি।

জি বলেন। আমার তখন খুব ভালোলাগে। লোকটা আদরে আমাকে আটকে রেখেছে।

আমাকে 'আপনি' বলতে হবে না।

ওকে।

সে আমাকে একটি চুম্বন দিলো। আমি জেগে উঠলাম। আমার মনে হলো– পৃথিবী অনেক সুন্দর। মায়া মায়া। পাখিও। তখন আমি আমার কন্যাকে ভুলে গেলাম। আমি নিজের কাছেই প্রমাণ করলাম- মানুষ মাত্রই স্বার্থপর।

আমার স্বামী শুরু করলো। গল্প। স্বামীর নাম বকুল। ফুলের নামে নাম। বকুল বললো– আমার যখন সাত বছর, হঠাৎ একদিন আমার বাবা মারা যান। হার্ট অ্যাটাকে। আমার মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আমরা তিন ভাইবোন তখন খুবই ছোটো। বাবা কোনো সম্পদও রেখে যাননি। অবলম্বন বলতে মায়ের একটা ছোটো চাকরি। মা চাকরি করতেন সমাজসেবা অধিদপ্তরে। আমরা মফস্বলে থাকি। আমার মা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সারাদিন চাকরি করে, বিকেলে বাসায় ফিরতেন। তারপর তাড়াতাড়ি রান্না করে, চলে যেতেন টিউশনি করতে। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন রাতে। আমাদের দেখাশুনা করতো আমার এক খালা। আমরা তিন ভাইবোনই পড়াশুনায় ভালো ছিলাম। আমার মা চেয়েছিলেন- যেভাবেই হোক আমাদের মানুষ করতে। কিন্তু বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তার রূপ। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। বিভিন্ন লোকজন মায়ের উপর চোখ ফেলল। মা খুব চেষ্টা করলেন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন– তিনি আর বিয়ে করবেন না। মা বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। বাবার ফিরতে একটু দেরি হলে, মা অস্থির হয়ে উঠতেন। মা কোনোভাবেই কোনো একটি চরিত্রকে বাবার জায়গায় স্থান দিতে চাইলেন না। কিন্তু জীবন তো আর জ্যামিতির সূত্র না, যে মিলে যাবে। লোকজন মায়ের নামে মিথ্যে অপবাদ দেয়াও শুরু করলো। এই শহরে, আমাদেরকে শেল্টার দেওয়ার মতো কোনো আত্মীয় তখন ছিল না। আমার মা এক সময় বুঝতে পারলেন– একজন সুন্দরী নারীর একা পথ চলা খুব কঠিন।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়। মায়ের কাছে এক এক করে অনেক বিয়ের প্রস্তাবও আসতে থাকলো। মা সরাসরি নাকচ করে দেন সব। এরকম নাকচ হওয়া এক প্রস্তাবকারী ছিলেন রকিব সাহেব। তিনি তার ব্যবসার কাজে, প্রায়ই মায়ের অফিসে যেতেন। বিল আনতে। তিনি ঠিকাদার ছিলেন। মা তাকে বললেন– তিনি আর কখনোই বিয়ে করবেন না। কিন্তু রকিব সাহেব নাছোড়বান্দা টাইপ মানুষ। তিনি হাল ছাড়লেন না। মায়ের পেছনে লেগে থাকলেন। একদিন মাও তার সিদ্ধান্ত বদলালেন অথবা বদলাতে বাধ্য হলেন। মায়ের সাথে রকিব সাহেবের বিয়ে হয়ে গেল।

আমরা একজন পিতা পেলাম। অসম্ভব মমতাময়ী পিতা। অসম্ভব দায়িত্ববান। আমাদের এই পিতা পেয়ে ভুলতে বসলাম, আমাদের আরেকজন পিতা ছিলেন। কে বলে, সৎ পিতা অসৎ হয়। আমাদের এই পিতা এখন আমাদের অহংকার।

এটুকু বলে আমার স্বামী একটু থামল। অতঃপর দম ফেলে বললো- তোমাকে এই গল্প কেন বললাম জানো?

কেন?

তোমার মেয়েটা এখন যে জায়গায় বসে আছে, সেটি আমারই জায়গা। এক সময় এমন পরিস্থিতিতে আমিও ছিলাম। আমাদের দ্বিতীয় পিতা যদি আমাদের টেনে না তুলতেন, ভালোবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, তা হলে আমাদের কী হতো! আমি আমার নিজের কথা ভেবেই তোমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নেবো। ওই মেয়েটাই আমি। ওই জায়গাটাই আমার।

বকুলের কথা শুনে আমার চোখ ভিজে যায়- হে দয়াময়, তুমি এতই মহান। তুমি এমন একজন মানুষকে আমার জন্য নাজিল করেছ! শোকর আলহামদুলিল্লাহ প্রভু।

তুমি কি কিছু ভাবছ?

বকুলের কথায় আমি নড়ে উঠি- না তো।

অবশ্যই কিছু ভাবছিলে।

হ্যাঁ, ভাবছিলাম- তুমি মানুষ? নাকি ফেরেশতা?